বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ২০ ফাল্গুন ১৪২৪, ০৪ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ফেলোশীপ ও গবেষণা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মাস। শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, শহীদ জাতীয় চার নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ, নির্যাতিত ২ লাখ মা-বোনকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় অনুদান এবং বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত ফেলো ও বিজ্ঞানীগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০'র নির্বাচন উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে বলেন, **''সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।''** যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পূণর্গঠনে তিনি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠনের সময় শিক্ষার হার ছিল ৪৫ শতাংশের নিচে। ২০০১ সালে শিক্ষার হার রেখে আসি ৬৫%। কিন্তু ২০০৯ সালে এসে দেখি বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে শিক্ষার হার কমে গিয়ে ৪৪% দাঁড়িয়েছিল।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেই। **দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭২.৩%।**

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকারের একটানা দুই মেয়াদের ৯ বছরে **সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুবিধা বঞ্চিত বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী কিংবা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য তাদের নিজস্ব সিস্টেমে পাঠ দান, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা সহায়ক সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষার সময় বাড়িয়ে দেওয়া, আনন্দ স্কুলসহ বিশেষায়িত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নসহ সবক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে।** আমাদের গৃহীত কর্মসূচির সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে।

আমাদের নেওয়া পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- এ বছর ১লা জানুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২ খানা বই বিতরণ।
- বিদ্যালয় বিহীন ১ হাজার ৪৫৮টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
- সারাদেশে ৩৬৫টি কলেজ সরকারিকরণ।
- ৫০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন।
- প্রাইমারি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি ও পিএইচডি পর্যমত্ম ২ কোটি ৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান।
- প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলে গমনযোগ্য শতভাগ শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করা।
- অনুন্নত জনপদ এবং ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় ১১৪০ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ২১ হাজার ৬২৩টি 'আনন্দ স্কুল' প্রতিষ্ঠা।

- অন্ধদের জন্য ব্রেইল বই প্রকাশ করে বিতরণ করা হয়েছে।
- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় ২০১৮ সালে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৭৬টি বই বিতরণ।
- কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেয়ায় ছাত্র সংখ্যা ১% হতে বেড়ে ১৪% দাড়িয়েছে।
- তৃণমূল পর্যায়ে স্কুলে 'মিড ডে মিল' চালু করণ। যার সঙ্গে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করণ।
- প্রাথমিক সত্মর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা প্রবর্তন।
- মেয়েদের জন্য ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করণ। এছাড়া তাদের জন্য নানা ধরনের স্টাইপেন্ড/বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।
- 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। চলতি বছর থেকে এই ফান্ড' থেকে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণার জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হবে।
- 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' থেকেও শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- দেশের জেলা শহরে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- দেশে ৪২টি পাবলিক ও ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে।
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য-১০ বছর মেয়াদি (২০০৯-২০১৮) 'Higher Education Quality Enhancement Programme (HEQEP)' চলছে।
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হচ্ছে।

আগামী দিনে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। প্রযুক্তিনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, দারিদ্র্যমুক্ত, মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সুধিবৃন্দ,

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের কথা বিবেচনায় নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে 'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা গঠন করেছি 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট'। জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরিই এ ট্রাস্টের উদ্দেশ্য।

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে এমফিল, পিএইচডি ও পিএইচডি-উত্তর পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকগণের মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থ-বছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছর পর্যন্ত ৮ হাজার ১২ জন ছাত্রছাত্রী ও গবেষকগণের মধ্যে ৪৯ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ফেলোশিপ প্রদানের লক্ষ্যে ১৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে গবেষণা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বিজ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গত ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর পর্যন্ত ২১৩৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ৮০ কোটি ২০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে গবেষণা অনুদানের জন্য ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিভিন্ন খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ দিতে হয়। দেশের সাধারণ নাগরিকদের দেওয়া ট্যাক্সের অর্থ থেকে গবেষণা অনুদান এবং ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। এ সহায়তা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে গবেষক ও শিক্ষার্থীগণকে সর্বোচ্চ শ্রম ও দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক করেছি। সর্বস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাসূচি চালু করে বিশ্বমানের আধুনিক মানুষ গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি, যাতে কুসংস্কার, অপপ্রচার ও অকারণে গুজব ছড়ানো এবং সবধরনের অন্ধত্ব ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের পথ উন্মুক্ত হয়।

আমরা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করেছি। ''প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত'' বাংলাদেশ গড়ায় অনন্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালের আগেই ''ডিজিটাল বাংলাদেশ'' প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ সম্পন্ন করেছি। মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ''বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'' উৎক্ষেপণের অপেক্ষায় আছে।

রাশান ফেডারেশন সরকারের সহায়তায় আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। গত ৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে এ কেন্দ্রের প্রথম কংক্রিট ঢালাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব নিউক্লিয়ার এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেছে। দেশের জন্যে এটি একটি যুগান্তকারী অর্জন।

আমাদের বিজ্ঞানীরা জীব-প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে লবণসহা এবং খরা-সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এটি আমাদের মাইলফলক অগ্রগতি। বিজ্ঞানীরা ধানের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবেশবান্ধব জীবানু-সার উদ্ভাবন করেছেন। হিউম্যান ডিএনএ প্রোফাইলিং সুবিধা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বস্ত্র, চামড়া ও ডিটারজেন্ট শিল্পে ব্যবহারের জন্য এনজাইম তৈরি সম্ভব হয়েছে।

প্রিয় বিজ্ঞানী, শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দ,

আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে সরকারের সময়ে মোবাইল ফোনকে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করতে সুলভ মূল্যে গ্রাহক সেবা দানের ব্যবস্থা করি। কম্পিউটারের শুল্কহার হ্রাস করে এর মূল্য তিন ভাগের একভাগে নামিয়ে আনি। এর ফলে কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সার্বজনীন করা সম্ভব হয়। আমাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত সফটওয়্যার যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ও প্রবন্ধ প্রকাশনায় আমাদের বিজ্ঞানীদের উপস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞানচর্চায় সম্মান বয়ে এনেছে। দেশে-বিদেশে আমাদের দেশিয় বিজ্ঞানীরা সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়ে কাজ করছেন, যা বিশ্বে আমাদেরকে বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।

২০২০ সালে জাতির পিতার জন্ম শত বার্ষিকী। ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি। আমরা তা ভালভাবে পালন করতে চাই।

আমি আশা করি, বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপনারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্য মুক্ত 'স্বপ্নের সোনার' বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবেন।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণের অংশ বিশেষ আমি তুলে ধরছি-**''উনিশ'শ একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপন সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশী সময়সাপেক্ষে ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎ পথে থাকি তবে, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।''**

আমাদের সরকার বরাবরই বিজ্ঞান গবেষণা ও উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিজ্ঞানচর্চা-বান্ধব নীতি প্রণয়নে সর্বোচ্চ আন্তরিক।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...